প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী
সম্পাদক
মঈনুল আহসান সাবের
সহযোগী সম্পাদক
মারুফ রায়হান
উপ-সম্পাদক
ইমতিয়ার শামীম
সহকারী সম্পাদক
মনজুর শামস
প্রধান প্রতিবেদক
খোন্দকার তাজউদ্দিন
প্রতিবেদক
শানজিদ অর্ণব
প্রদায়ক
জেড এম সাদ
সাইমা ইসলাম তন্দ্রা
নিয়মিত লেখক
রাহনুমা শর্মী
ইসমাইল মাহমুদ
জুলফিয়া ইসলাম
ফটোসাংবাদিক
সুদীপ্ত সালাম
ইভেন্ট সমন্বয়কারী
সাশা মানসুর চৌধুরী
প্রধান আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন
প্রতিনিধি
মামুন রহমান দক্ষিণাঞ্চল
অপূর্ব শর্মা সিলেট
এস এম আজাদ চট্টগ্রাম
মাহমুদ হোসেন পিন্টু বগুড়া
মাহফুজ সুমন হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার
ইয়াসমীন রীমা কুমিল্লা
শংকর লাল দাশ পটুয়াখালী
আবু জাফর সাবু রংপুর
সঞ্জয় সরকার নেত্রকোনা
ছোটন সাহা ভোলা
গ্রাফিক এডিটর
হাবিবুর রহমান
এজিএম মার্কেটিং
সামিউল ইসলাম

যোগাযোগ
ডেইলি স্টার সেন্টার
৬৪-৬৫ কাজী নজরুল ইসলাম
অ্যাভিনিউ, ঢাকা-১২১৫
পিএবিএক্স : ৯১৩১৯৪২, ৯১৩১৯৫৭,
৯১৩২০২৫, ফ্যাক্স : ৯১৩১৮৮২
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন : ৯১৩২১১৬
ই-মেইল :
info.shaptahik2000@gmail.com

দাম : ১০ টাকা

মাহফুজ আনাম
কর্তৃক মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড-এর পক্ষে
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ থেকে
প্রকাশিত ও ট্রান্সক্রাফট লিঃ,
২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

সম্পাদকীয়

২৪ শ্রাবণ ১৪২১ ■ ৮ আগস্ট ২০১৪
বর্ষ ১৭ সংখ্যা ১১

প্রচ্ছদ : হাবিবুর রহমান

গার্মেন্টস শ্রমিকদের পাওনা মজুরি দিন

সারাদেশের মানুষ যখন ঈদের প্রস্তুতি নিচ্ছেন, ঘরমুখো হচ্ছেন, তোবা গ্রুপের গার্মেন্টস কর্মীরা তখন ঈদের আগের দিন থেকে বাধ্য হয়েছেন অনশনে যেতে। তিন মাসের মজুরি বকেয়া পড়েছে তাদের। ঈদের বোনাস-ভাতাও পাননি তারা। এক হাজার ছয়শ গার্মেন্টস কর্মী বঞ্চিত হয়েছেন ঈদের আনন্দ থেকে। দেশের অনুভূতিশীল সাধারণ মানুষের ঈদআনন্দেও ভাটা পড়েছে এ ঘটনায়। কিন্তু সাধারণ মানুষ ও গার্মেন্টস কর্মীদের এই বেদনাময় অনুভূতি স্পর্শ করতে পারেনি সরকারকে। স্পর্শ করেনি পোশাকমালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ-কেও। নতুন করে তারা শ্রমিকদের সামনে প্রতিশ্রুতির মুলো ঝুলিয়ে দিয়েছে। শ্রমিকরা তাই নতুন প্রতিশ্রুতিতে আশ্বস্ত না হয়ে অনশন অব্যাহত রেখেছেন।

ইতিমধ্যেই পরিষ্কার হয়ে উঠেছে, মালিকপক্ষ চাইছে শ্রমিকদের জিম্মি করে তোবা গ্রুপের এমডি দেলোয়ার হোসেনকে জামিনে মুক্ত করে আনতে। তাজরীন ফ্যাশনসের দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ১১২ শ্রমিক নিহত হওয়ার পর তাকে গ্রেফতার করা হয়। অবশ্য এটিকে দুর্ঘটনা না বলে হত্যাকাণ্ড বলাই ভালো– কারণ গার্মেন্টসটির কর্মপরিবেশ ছিল প্রতিকূল। মালিকপক্ষ বলছে, এমডি দেলোয়ার হোসেন কারাগারে থাকায় প্রতিষ্ঠানটি অলাভজনক হয়ে পড়েছে। অথচ রফতানি উন্নয়ন ব্যুরো ও মালিকপক্ষেরই হিসাব অনুযায়ী, তোবা গ্রুপ গত জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত ছয় মাসে ৩৯ কোটি টাকার পোশাক রফতানি করেছে, তা ছাড়াও দুই কোটি টাকার নতুন কাজ পেয়েছে। অথচ আটকে রাখা হয়েছে শ্রমিকদের মজুরির মাত্র চার কোটি টাকা। তা ছাড়া বেঠিক তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করা হয়েছে দেশের মানুষকে।

এর মধ্যেই অনশনরত শ্রমিকদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ৩০টি শ্রমিক সংগঠন, সংহতি জানিয়েছে গণতান্ত্রিক বামমোর্চা। তাজরীন ফ্যাশনসের ভয়াবহ দুর্ঘটনার দায় থেকে কাউকে বাঁচানোর অপচেষ্টার অংশ হিসেবে শ্রমিকদের জিম্মি করলে পরিস্থিতির বরং অবনতিই ঘটবে। দায়িত্বশীল অন্য রাজনৈতিক-সামাজিক-নাগরিক সংগঠনগুলোও নিশ্চয়ই দ্রুত এগিয়ে আসবে। অসন্তোষ জিইয়ে রাখার কারণে অস্থিতিশীলতা দেখা দিলে তার দায় সরকার ও মালিকপক্ষকেই নিতে হবে। আমরা তাই এক কথায় এ অবস্থার অবসান চাই। দ্রুত শ্রমিকদের পাওনা মজুরি দেয়া হোক, ভবিষ্যতেও যথাসময়ে মজুরি দেয়া হোক এবং গার্মেন্টসের কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা হোক।